দৈনিক সংবাদ

তারিখ 5. JUN 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

11

লালমনিরহাটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

পাটগ্রাম, ২রা জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-- অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক ও কাগজের মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের প্রকট অভাব এবং প্রায় সকল বিদ্যালয়গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে হাত দেয়া হয়নি। ফলে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে এবং এসব সমস্যা এই অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেছে।

প্রায় ৮ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৩টি। এর মধ্যে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩টি। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২টি। নিম্ন ও উচ্চ মাদ্রাসার সংখ্যা ৬১টি। কেবলমাত্র সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় তিনটি বাদে অধিকাংশ উচ্চ বিদ্যালয়ের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। এগুলোর মধ্যে হাতেগোনা যায় এমন কয়েকটি বিদ্যালয় ভবন পাকা। বাদবাকী অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ কাঁচা এবং দীর্ঘদিন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়ঘরগুলো বর্তমানে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। টিন বা খড়ের ছাউনি এবং টিন কাঠ চাটাই-এর বেড়া দিয়ে ঘরগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই ঘরগুলোর ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। গত ৫বছরে কালবৈশাখী ঝড়ে জেলার ১৫টি উচ্চ ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবনের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসকল বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত করা হয়নি। এ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রোদে-বৃষ্টিতে উন্মুক্ত আকাশের নীচে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীঘরে। অধিকাংশ বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, আলমারীর অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হয়।

প্রায় সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্য সরকার প্রতি বছর যে অর্থমঞ্জুরি দিয়ে থাকেন, তা দিয়ে বিদ্যালয়গুলোর অনেক প্রয়োজনই মেটানো সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং বিজ্ঞানবিষয়ক সরঞ্জামাদিসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রায় সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চা ও ক্রীড়া অনুশীলনের জন্য মাঠ ও উপযুক্ত সরঞ্জাম নেই। জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাবার পানির কোন বন্দোবস্ত নেই। যে সকল বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় নলকূপ রয়েছে সেগুলোও অধিকাংশ সময় বিকল থাকে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার সমস্যাও অত্যন্ত প্রকট। মাধ্যমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় প্রচুর নাম থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার তেমন সন্তোষজনক নয়।